তারিখ 19 SEP 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

যুগান্তর

উইলসের শিক্ষার্থীর ওপর ছাত্রলীগ নেতার হামলা

যুগান্তর রিপোর্ট

সিনিয়র-জুনিয়র দ্বন্দ্বে রাজধানীর মালিবাগ রেল ক্রসিং এলাকায় আলভি হাসান রমিম (১৭) নামে এক কলেজ শিক্ষার্থীকে কুপিয়েছে এক ছাত্রলীগ নেতা ও তার সহযোগীরা। আলভি ও তার পরিবারের উদ্ধৃতি দিয়ে পুলিশ জানায়, আলভির কলেজের সহপাঠীরা তাকে মারার জন্য টাকার বিনিময়ে খিলগাঁওয়ের ছাত্রলীগ নেতা কামরুলের সঙ্গে চুক্তি করে। রোববার দুপুরে কামরুল তার সহযোগীদের নিয়ে আলভিকে ছুরিকাঘাত করে

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

উইলসের শিক্ষার্থীর ওপর ছাত্রলীগ নেতার হামলা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পালিয়ে যায়। এ সময় দুই হামলাকারী আলভির উদ্দেশে বলে, 'আমি ছাত্রলীগ করি। তোর দুই হাত কেটে নিতে এসেছি।' ঘটনার সময় আলভির প্রতিপক্ষ সহপাঠীরা ঘটনাস্থলের পাশেই দাঁড়িয়ে দেখছিল এবং পরে হাসতে হাসতে এলাকা ত্যাগ করে। এ ঘটনায় পুলিশ সহপাঠীদের একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

একই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী সুরাইয়া আক্তার রিশা বখাটের ছুরিকাঘাতে নিহতের মাস না পেরোতেই এ হামলার ঘটনা ঘটল। আহত আলভি হাসান উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক প্রথমবর্ষের শিক্ষার্থী। আলভির বাবা রেজাউল করিম সৌদি প্রবাসী। খিলগাঁওয়ের বাসাবো এলাকার হক সোসাইটিতে পরিবারের সঙ্গে সে থাকে। তাদের গ্রামের বাড়ি মাদারীপুরের কালকিনিতে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আলভি জানায়, দুপুরে মালিবাগ রেল ক্রসিং এলাকায় ছাত্রলীগ নেতা কামরুল ও তার সহযোগী টিপু তাকে ছুরিকাঘাতে আহত করে। ঘটনার সময় একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল তারই সহপাঠী কমার্স বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মারুফ, কানন ও সবুজসহ আরও দু'জন। হামলাকারী ছাত্রলীগ নেতা কামরুল মারুফের খুবই ঘনিষ্ঠ এবং তারা একসঙ্গে চলাফেরা করে। এলাকায় তারা ইয়াবাখোর হিসেবে পরিচিত। কিন্তু আলভি তাদের দলে মিশত না।

আলভি পুলিশকে বলেছে, তাকে কোপানোর সময় সহপাঠীরা হাসছিল। তারা বলছিল, কে ছোট আর কে বড় দেখ? টিপু ও কামরুল তার দুই হাতে কোপানের পর পালিয়ে যায়। এ সময় সহপাঠীরাও ঘটনাস্থল ছেড়ে যায়। ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) বাচ্চু মিয়া জানান, আলভিকে পঙ্গু হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। তার দুই হাতেই কুপিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

রমনা থানা পুলিশ প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে, আহত আলভি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। আর একই কলেজের প্রতিপক্ষ বন্ধুরা পড়ে কমার্স বিভাগে। কিছুদিন আগে মহল্লায় তাদের মধ্যে সিনিয়র-জুনিয়র নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এরই জের ধরে মারুফ, কানন ও সবুজ দেখে নেয়ার হুমকি দেয় আলভিকে। রোববার দুপুরে এ তিনজনসহ আরও দু'জনের উপস্থিতিতে কামরুল ও টিপু আলভির দুই হাতে ছুরিকাঘাত করে এবং হাত কেটে নেয়ার হুমকি দিয়ে পালিয়ে যায়।

আলভির মা তাসলিমা বেগম যুগান্তরকে বলেন, ছেলের ওপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে তিনি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে তিনি উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন।

এ প্রসঙ্গে পুলিশের রমনা বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মারুফ হোসেন সরদার যুগান্তরকে বলেন, প্রাথমিকভাবে সিনিয়র-জুনিয়র দ্বন্দ্ব বলেই জানা গেছে। বিষয়টি মহল্লা থেকে শুরু হয়ে কলেজ পর্যন্ত গড়িয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতারে চেষ্টা চলছে।

পুলিশ জানায়, কামরুল-টিপুর গ্রুপটি কিছুদিন আগে আরও শিক্ষার্থীকে ব্লেড দিয়ে আঘাত করেছিল।

গত মাসে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের ছাত্রী সুরাইয়া আক্তার রিশাকে ছুরিকাঘাত করা হয়। ঘটনার ৩ দিন পর রিশা মারা যায়। এ ঘটনার রেশ না কাটতেই আবার আক্রমণের শিকার হল একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী আলভি।